গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০২৩.১৬.০০২.২০১২- তারিখ:২৬/০৮/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়: আলুর উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে আলুর উৎপাদন, বিপণন, ও সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

(মো: মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
ফোন:৯১১৪৩১০
E-mail: dg@dam.gov.bd

সি: সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

আলুর উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি ভিত্তিক একটি দেশ। আলু একটি জনপ্রিয় কন্দাল জাতীয় ফসল এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সবজি। সারা বছরের জণ্য এটি সবজি হিসাবে ব্যবহার করা বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া গোল আলু চাষের জন্য বেশি উপযোগী। ধান ও গমের পরেই বিশ্বে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় প্রধান ফসল। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ভাতের পরিবর্তে সকলের পরিমিত পরিমান আলু খাওয়া প্রয়োজন। বিশ্বের ৪০টি উন্নত দেশে আলু অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসাবে পরিচিত। খাদ্য নিরাপত্তায় এবং দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্যালরি সরবরাহে আলু একটি সস্তা ও সহজলভ্য ফসল।

১। আলুর উৎপাদন পরিস্থিতিঃ- অনুকূল আবহাওয়া ও রাসায়নিক সার পর্যাপ্ত থাকায় প্রতি বছর আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর আলু উৎপাদনে জমির পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু চাষে আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া । সময়ের সাথে সাথে আলুর উৎপাদন উর্ধ্বমুখী।

নিম্নে ২০১৪- ২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আলু চাষে আবাদী জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমান ও গড় উৎপাদন

সন	জমির পরিমান (লক্ষ মেঃ টন/ হেক্টরে)	উৎপাদিত আলুর পরিমান (লক্ষ মেঃ টন)	গড় উৎপাদন(লক্ষ মেঃ টন/ হেক্টরে)
২০১৪-২০১৫	৪.৭৬	৯৪.৫৪	১৯.৮৬
২০১৫-২০১৬	৪.৯৬	১০৩.০৪	২০.৭৭
২০১৬-২০১৭	৫.২৮	১১৩.৩৩	২১.৪৬

সূত্রঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে।

২। আলু ফসলের বাৎসরিক মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি

পণ্যের নাম	২০১৫ (টাকা/ কুইন্টাল)		২০১৬ (টাকা/ কুইন্টাল)		বাৎসরিক মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি (টাকা/ কুইন্টাল)		শতকরা হারে হ্রাস বৃদ্ধি(%)	
	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা
আলু-স্থানীয়	২০৮৩	২৪.১৩	২০১৮	২৩.৩০	৬৫.০০	০.৮৩	৩.২২%	৩.৫৬%
আলু-হল্যান্ড সাদা	১৫৯৯	১৮.৯৮	১৬৯৩	১৯.৯৬	-৯৪.০০	-০.৯৮	-৫.৫৫%	৪.৯১%
আলু-হল্যান্ড লাল	১৭৫১	২০.২৪	১৭০৮	১৯.৭৮	৪৩.০০	০.৪৬	২.৫২%	২.৩৩%

৬। আলু ফসলের উৎপাদন খরচ

বছর	পণ্যের নাম	উৎপাদন খরচ (কেজি/ টাকা)
২০১৬-২০১৭	আলু	৭.৪০

২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৪০ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি (১৫-২০% লভ্যাংশসহ) ৮.৫০ - ৯.০০ টাকা পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি (১৩-২০% লভ্যাংশসহ) ১০.০০ - ১১.০০ টাকা ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি (২০-২৫% লভ্যাংশসহ) ১২.০০ - ১৪.০০ টাকা।

৩। ভরা মৌসুমে আলুর বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য

মাসের নাম	২০১৬				২০১৭			
	আলু-হল্যান্ড সাদা		আলু-হল্যান্ড লাল		আলু-হল্যান্ড সাদা		আলু-হল্যান্ড লাল	
	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা
মার্চ	১১১৩	১৭.৯৯	১১৪৪	১৩.৭৬	১০৯৯	১৩.৯৯	১১৬৭	১৪.০২
এপ্রিল	১৪৩৩	১৬.০৪	১৩৮৩	১৬.০০	১১৭৫	১৪.৪৬	১২১২	১৪.৪৮
মে	১৪৬১	১৭.৩৭	১৫১১	১৭.৩৮	১২০৪	১৪.৮৫	১২৪৭	১৪.৯০
জুন	১৭২১	২০.২১	১৭৩৬	২০.০৬	১২৮২	১৫.৭০	১৩৩৬	১৫.৯৭
জুলাই	১৮২৭	২১.২২	১৮৩৩	২১.১৮	১৪৭৯	১৭.৮২	১৫৪১	১৮.১৯

৪। আলু সংরক্ষণ

মোট হিমাগারের সংখ্যা (চালু)	মোট উৎপাদনের পরিমান (লক্ষ মে:টন)	মোট ধারণক্ষমতা (মে:টন)	২০১৭ সালে সংরক্ষণ (মে:টন)			২০১৬ সালে সংরক্ষণ (মে:টন)	ধারণ ক্ষমতার কতভাগ ব্যবহার করা হয়েছে
			খাবার	বীজ	মোট		
৩৬৩	১১৩.৩৩	২৭,৮১,২৭৩	১৭,৫৫,২৯৫	৭,৫১,৪৭৪	২৫,০৬,৭৬৯	২২,২৩,৯৪২	৯০ %

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০টি জেলা থেকে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সারাদেশে মোট ৩৬৩টি চালু হিমাগার রয়েছে। মোট চালু হিমাগারের ধারণক্ষমতা ২৭,৮১,২৭৩ মে:টন। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের পরিমান ১১৩.৩৩ লক্ষ মেঃটন এবং ২০১৭ সালে হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর পরিমান ২৫.০৬ লক্ষ মেঃটন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২২% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৫। আলু রপ্তানীঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ হতে ক্রমান্বয়ে আলু রপ্তানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ হতে কম সংখ্যক দেশে আলু রপ্তানী করা সম্ভব হতো। বর্তমানে প্রায় ২৮-৩০ টি দেশে আলু রপ্তানী করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১২-১৩ সন হতে ২০১৬-১৭ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে আলু রপ্তানীর পরিমান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

পণ্যের নাম	বছর				
	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
আলু রপ্তানীর পরিমান (মেঃ টন)	২৭৫৭৮.০০	১০২৯৮৩.৭৯	৯৪৬১৩.৯৮	৪০২২৯.৪১	৫৫৬৫২.৩৮

সূত্রঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে

বিশ্লেষনে দেখা যায় সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ২০১৩-২০১৪ সনে আলু সর্বোচ্চ ১,০২,৯৮৩.৭৯ মে:টন রপ্তানী হয়েছিল। ২০১৫-২০১৬ সনে বেশ কমে যায়। গত বছরে সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু রপ্তানী বৃদ্ধির অনেক সুযোগ থাকা সত্বেও উপযুক্ত জাত ও মানের ঘাটতির কারনে রপ্তানী বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। এছাড়াও আলু রপ্তানীর ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ২০ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ করায় প্রভাব পড়েছে রপ্তানী বাজারে। আলু রপ্তানীতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী পাকিস্থান ৪০ শতাংশ, চীন ২৫ ও ভারতে ২০ শতাংশ প্রনোদনা রয়েছে।

৬। আলু ফসলের মূল্য হ্রাসের কারন

১। চাহিদার তুলনায় দেশের বিভিন্ন জেলায় বিপুল পরিমান আলুর উৎপাদন।

২। রপ্তানিমুখী ও শিল্পনির্ভর জাতের আলু চাষের অভাব।

৩। চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা।

৪। উৎপাদনের তুলনায় সীমিত পরিমানে রপ্তানী।

৫। প্রক্রিয়াজাতকরণ/মূল্য সংযোজন কার্যক্রমের অসচতেনতা।

৬। নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব।

৭। আলুর বহুমুখী ব্যবহারের অসচতেনতা।

৭। সুপারিশ

১। আলু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হিমাগারের ভুমিকা অনস্বীকার্য বিধায় আলু উৎপাদন এলাকায় ব্যাপকভাবে হিমাগারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে।

২। সরকারীভবে কৃষকদের কাছ থেকে আলু ক্রয় করে হিমাগারে রাখা ও পরবর্তীতে তা ভর্তুকী দিয়ে বিক্রি করা

৩। আলু রপ্তানীর সম্ভাবনার দিকটি আরও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া।

৪। কৃষি, খাদ্য ও ত্রান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখার মতো উন্নয়ন কর্মসূচীতে আলু বিতরণ বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মাঝে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা।

৫। উৎপাদন এলাকায় ব্যাপকহারে গৃহ পর্যায়ে বসত বাড়ীতে স্বল্প ব্যয়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা।

৬। বেসরকারী পর্যায়ে আলুর প্রক্রিয়াজাতকরার ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সরকারী সহায়তা বৃদ্ধি করা।

৭। নুতন নুতন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উচ্চফলনশীল আলুর জাত উদ্ভাবন ও সমপ্রসারন করা।

৮। উৎপাদন খরচের সাথে সঙ্গতি রেখে আলুর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নূন্যতম মূল্য নির্ধারণ করা।

চালের পরই সম্ভবত আলু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। । উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আলুকে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয় শ্রেণীর কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বিদেশে আলু রপ্তানী হলেও তা খুবই সীমিত আকারে হচ্ছে। আলু রপ্তানীর সম্ভাবনার দিকটি আরও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। আলুচাষিদের ক্ষতি কাটিযে ওঠার জন্য সরকার কৃষকদের ভর্তুকী ও সহজ শর্তে বেশি ঋণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে। সর্বোপরি আলুর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ে একটি সামগ্রিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২৬/০৮/১৭

নাসরিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর